SEM – II Category – 1 DC – 4

দিল্লীর সুলতানদের সর্বশ্রেষ্ঠ বংশধরের অধিকারী হলেও সম্ভবত
সর্বাধিক বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব হলেন সুলতান মহম্মদ বিন তুঘ
লক। সুলতানদের কেন্দ্র করে প্রবীণদের বিতর্কের প্রধান কা
রণ হল ২৭ বছরের রাজত্ব (১৩২৪- ১৩৫১) প্রশাসনিক ও অর্থনৈ
তিক পরিকল্পনার প্রয়োজনে সাহসিক ও দুঃসাহসিক পরিকল্প
না তৈরি করলেও পরিকল্পনা গুলি রূপায়ণে পদ্ধতি ও ত্রুটির
জন্য এগুলি ব্যর্থতার পর্যবসিত হয়েছিল। তাঁর পরিণত বয়সে
গভীর স্তরে মহম্মদ বিন তুঘলকই নতুন পরিকল্পনা
গ্রহণের দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন; কিন্তু পরিকল্পনা রূপায়ণে
অধিক চিন্তাভাবনা, অদূরদর্শিতা ও অধৈর্য
এবং নির্বুদ্ধিতা ত্রুটির কারণে তুঘলকের ব্যর্থতার দায়
সুলতানকে নিতে হয়েছিল।

■ প্রেক্ষিতে রাজধানী স্থাপন: মহম্মদবিন তুঘলকের
প্রশাসনিক পরিকল্পনা – নিয়ে
বিতর্ক সবচেয়ে বিতর্কিত সিদ্ধান্ত ছিল। মহম্মদ বিন
তুঘলকের রাজত্বকালে দক্ষিণ ভারতে সুলতানী সাম্রাজ্য

অঞ্চলে আরও বর্ধিত হয়েছিল। উত্তর ও দক্ষিণ ভারত
জুড়ে অসংখ্য ধর্মীয় স্থাপনের সন্নিকটে স্থানে অবস্থিত
চিন্তাভাবনা ছিল। বিশাল সুলতানি সাম্রাজ্যের সন্নিকটে
স্থানে অবস্থিত দেবগিরি থেকে সহজ নজরদারি চালানো
সহজ ছিল। পুনঃ পুনঃ মঙ্গল আক্রমণের ফলে দিল্লীর
নিরাপত্তা নিয়ে সুলতান আশঙ্কিত ছিলেন। অধিক
নিরাপদ দেবগিরিতে রাজধানী স্থাপন করে সুলতান
সুলতানি সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন।
ব্যবসা-বাণিজ্য যুক্ত দেবগিরিকে অবৈধ লবণ হিসাবে
গড়ে সুলতানি সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক জীবন সমৃদ্ধ করার
চিন্তাভাবনা ছিল।

২৩২৬ - ২৩২৭ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান দিল্লীর
আমলা, সৈন্য, ধনিক ও ~~[illegible]~~ উমরাহ সম্প্রদায়ের দেবগিরিতে
যেতে নির্দেশ দেন। ~~অর্থাৎ~~ সমস্যা হল দিল্লি থেকে মোট
তখন প্রায় ৫৫০০ কিমি পথ অতিক্রম করতে গিয়ে
প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দাবদাহে অসংখ্য মানুষ পথেই মৃত্যুর
কোলে ঢলে পড়েছিল। দিল্লি থেকে দেবগিরি

সুবিধা লাভ ও রাজার আদেশ সমস্তখানা বিনামূল্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় হল। দেবগিরিতে রাজধানী ও স্থানান্তর নির্বাচন সুলতান প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন।

উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ ও ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পেল। দেবগিরিকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ ভারতে সুফীবাদের বিস্তার ঘটল।

কিন্তু নতুন রাজধানী দেবগিরিকে স্থায়ীরূপ দেওয়ার পূর্বেই সুলতান নতুন সমস্যায় জড়িয়ে পড়লেন। দিল্লীর অভিজাতরা কিছুতেই দেবগিরিতে থাকতে চাইলেন না। কারণটা হিসেবে সুলতান শিক্ষার দরুণ সমস্ত ব্যয় অন্য কোন কোন সমস্যা শুরু হল। সুলতানের নিজে ১৩৩৫ খ্রিস্টাব্দে দেবগিরি থেকে দিল্লীতে আসলো বণিক দিকে আসতে শুরু করে। ড: সতীশচন্দ্র বলেছেন যে, দেবগিরি থেকে রাজধানীর ফলে উদ্দেশ্য সাম্রাজ্য বাহমনী রাজ্যটি অপবাদ হয়েছিল। ঐতিহাসিক লেনপুল মনে করেন। "Daulatabad was a monument of misdirected energy."

মুদ্রা সংস্কার : মহম্মদ বিন তুঘলকের দ্বিতীয় সংস্কার ছিল স্বর্ণমুদ্রা প্রবর্তন।

প্রচলিত মুদ্রা সাধারণের লেনদেনের পক্ষে বেশি ভারী ছিল। বরঞ্চ যুক্তি ছিল যে, সুলতান যে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন তার জন্য নির্ভরযোগ্য উৎস সুলতান এই পদক্ষেপ নেন। তখন বিশ্বজুড়ে রূপার ঘাটতি দেখা দিয়েছিল। ও পরিস্থিতিতে বাণিজ্যিক কাজকর্ম চালানো ও বাজারে মুদ্রার যোগান নিশ্চিত করতে সুলতান স্বর্ণমুদ্রা তৈরীর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তামা ও পিতলের পরিবর্তে স্বর্ণমুদ্রা তৈরী করে বাজারে চালু করেন।

স্বর্ণমুদ্রা বাজারে ছাড়ার পর সমস্যা সৃষ্টি হল। স্বর্ণমুদ্রা ছাড়ানো উচিত কোনো নিয়ন্ত্রণ না থাকায় সর্বত্র জাল মুদ্রা তৈরী হতে থাকে। ঐতিহাসিক বলেছেন যে, "The house of the Hindus turned into mints"। সুলতান তামা ও পিতলের পরিবর্তে যে দোকানি মুদ্রা তৈরি করেন তাতে আয়ুবী ও মহম্মদী

ভাণ্ডার অফুরন্ত ও সদা ক্রীয়শীল ছিল। অর্থাৎ মুদ্রা সাধারণ মানুষ গ্রহণ করেনি। তাই মুদ্রা দিয়ে রাজস্ব দেওয়া শুরু হল। দোকানদার ও ব্যবসায়ীরা প্রতিটি ও সহ ভিন্ন তাই মুদ্রা দিতে অনীহা। তার ভারিয়া অংকাই ও দিয়ে অপ্রা শুরু হল সুলতান ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিটি মুদ্রা বাতিল করে কোষাগারে সঞ্চিত মুদ্রা দিয়ে পরিশোধ দিয়ে দিলেন। চীনে ও পারস্যে প্রচলিত কাগজের মুদ্রা ভিত্তিক ইস্তান অনুসরণ করে যদি আহমদ শিব ইবনুল মুদ্রা আমদানি বন্ধ তাহলে অবশ্য সুলতানের পরিকল্পনা ব্যর্থ হত না।

■ মোহাম্মদ রাজস্ব বৃদ্ধি ও কৃষি সংস্কার :- সুলতান মোহাম্মদ তুগলক রাজ্যের পরিমাণ প্রচুর হারে বৃদ্ধি করেছিলেন ঐতিহাসিক এলফিনস্টোন বলেছিলেন - "The chief motive seems to have been to obtain in order to be able to the base his military resources." অর্থাৎ সেনা বা হওয়ার উপায়ন হয়নি সুলতানের নির্দেশ কোনও দল সমাজ, কোনও পাঁচ সমাজ হারে রাজস্ব বৃদ্ধি

করা হয়। চরাই, সরাই এবং অন্যান্য কর, আদায় করা হয়। কৃষকেরা স্থান পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায়। ইয়াহিয়া খান বলেছেন, দোয়াব মোড় ও সুবাদার ক্ষেত্রে যেই কৃষকেরা যে বিদ্রোহ করেছিল, সেটি ছিল সুলতানী আমলে প্রথম কৃষক বিদ্রোহ। মুতাক্ষরীন বলেন সুলতান কৃষির উন্নতির জন্য সচেষ্ট হন এটি। দেওয়ান-ই-আমীর-ই-কোহী দপ্তর খুলে কৃষির বিকাশে উদ্যোগী হন। ৭০ গজ ফিতা বলদ কৃষকদের দেওয়া হয়। জলের প্রয়োজনে কূপ খনন করা হয়। ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র বলেছেন যে, রাজকর্মচারীদের লোভ ও দুর্নীতির কারণে সঠিক ফলাফল পাওয়া সম্ভব ছিল না। এভাবে প্রতিটি কল্পনা নিষ্ঠুর পদ্ধতি ও চিন্তাভাবনার ত্রুটি থাকায় এগুলি ব্যর্থ হয়েছিল। এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক K. A. Nizami বলেছেন যে — " His reign of twenty six years

story of schemes and projects correctly conceived, badly executed and disastrously abandoned."